কলকাতা উচ্চ আদালত

(ফৌজদারি পুনর্বিবেচনামূলক এখতিয়ার)

আপীল বিভাগ

উপস্থিতঃ

সম্মানীয় বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল)

সি. আর. আর ২০১৯ সালের ১০৫৩

কল্যাণী @বিদেশি টুডু এবং আরেকজন

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং আরেকজন

আবেদনকারীদের জন্যঃ শ্রী সৌমিক গাঙ্গুলি।

রাজ্যের জন্যঃ শ্রী শাশ্বত গোপাল মুখার্জি, বিজ্ঞ পি. পি.,

শ্রী শৈবাল বাপুলি, বিজ্ঞ এ. পি. পি.,

শ্রী মোহম্মদ কুতুবুদ্দিন।

শুনানি শেষ হয়েছে : ১৩.০৯.২০২৩

বিচার : ০৫.১০.২০২৩

বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল) :-

১. বর্তমান সংশোধনীতে ২০১৮ সালের জি.আর. মামলা নং ১৭৬, যা ২০১৮ সালের ৩০.০৯.২০১৮ তারিখের চার্জশিট নং ৮৪ থেকে উদ্ভূত, তালডাংরা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৩.০৪.২০১৮ তারিখের ৪৯৮A/৩০২/৩০৪B/৩৪ ধারার মামলা নং ২৭, যা বিজ্ঞ অতিরিক্ত প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট, খাতড়া, বাঁকুড়ার সামনে বিচারাধীন, ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৩.০৪.২০১৮ তারিখের ৪৯৮A/৩০২/৩০৪B/৩৪ ধারার সাথে সম্পর্কিত, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮A/৩০২/৩০৪B/৩৪ ধারার সাথে সম্পর্কিত, বাতিল করার জন্য আবেদন করা হয়েছে।

২. আবেদনকারীর মামলাটি হল যে আবেদনকারী নম্বর ১ মৃত ব্যক্তির শাশুড়ি, আবেদনকারী নম্বর ২ শ্বশুর।

৩. বিপরীত পক্ষ নম্বর ২ তালডাংরা পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে অভিযোগ দায়ের করেছে যেঃ-

তার মেয়ে সোমাশ্রী মুর্মুর বিয়ে ০৭.০৩.২০১৩ তারিখে হিন্দু রীতি অনুসারে বিপ্লব টুডু নামে এক ব্যক্তির সাথে হয়েছিল। বিয়ের পরপরই তার স্বামী এবং অন্যান্য শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাদের দাবি পূরণ না করায় তাকে তার বাড়িতে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। ২১.০৪.২০১৮ তারিখে রাত ১১.০০ টায় অভিযোগকারী আবেদনকারী নং ২ এর কাছ থেকে জানতে পারেন যে তার মেয়ে অসুস্থ এবং তাই তাকে তালডাংরা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এরপর অভিযোগকারী হাসপাতালে ছুটে যান এবং হাসপাতালে তার মেয়েকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন এবং তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে তার মেয়ের মৃত্যুর জন্য স্বামী এবং তার মেয়ের অন্যান্য শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা দায়ী।

৪. তাৎক্ষণিক মামলাটি তালডাংরা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা 498A/302/304B/34এর অধীনে 23.04.2018 তারিখের মামলা নং 27 হিসাবে নথিভুক্ত করা হয়েছিল।

৫. তদন্ত শেষ হওয়ার পর, তদন্তকারী সংস্থা বর্তমান আবেদনকারী এবং তাদের ছেলে বিপ্লব টুডুর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা 498A/302/304B/34 এর অধীনে 30.09.2018 তারিখের চার্জশিট নং 84, 2018-এর বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করে।

৬. চার্জশিট পাওয়ার পর, বাঁকুড়ার বিজ্ঞ অতিরিক্ত মুখ্য বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট ০৩.১০.২০১৮ তারিখে মামলাটি আমলে নেন।

৭. আবেদনকারীরা জানিয়েছেন যে তাদের পুত্রবধূ সোমশ্রী মুর্মু বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। তিনি পেটে তীব্র ব্যথা এবং শ্রবণ সমস্যায় ভুগছিলেন এবং চিকিৎসাধীন ছিলেন। দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার দিন, রান্না করার সময়, কানের নীচে অবস্থিত মাস্টয়েডের ভারসাম্যহীনতার কারণে তিনি মাটিতে পড়ে যান এবং আহত হন। এর পরপরই আবেদনকারীরা তাকে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যান এবং ডাঃ সত্য সাধন দাস তাকে চিকিৎসা দেন। কিন্তু আবেদনকারী এবং ডাক্তারের সর্বোত্তম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তারা তাদের পুত্রবধূর জীবন বাঁচাতে পারেননি।

৮. আবেদনকারীরা বলেছেন যে তারা নির্দোষ। তারা কোনো অপরাধ করেনি। অভিযোগকারীর নির্দেশে আবেদনকারীদের হয়রানি করার জন্য তাদের তাত্ক্ষণিক মামলায় মিথ্যাভাবে জড়িত করা হয়েছে। আবেদনকারীরা কখনও ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাননি। বিপরীতে এটি একটি স্বীকৃত অবস্থান যে ভুক্তভোগীকে তাদের দ্বারা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং আবেদনকারী নম্বর ২ অবিলম্বে অভিযোগকারীকে ভুক্তভোগীর অসুস্থতার বিষয়ে অবহিত করা হয় এবং এটি স্পষ্ট যে তারা কোনওভাবেই নয়

অভিযুক্ত অপরাধের সাথে যুক্ত এবং তারা তাদের পুত্রবধূর জীবন বাঁচানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে এবং সে কারণেই অভিযোগকারী প্রথমে আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ দায়ের করেননি তবে এর দু 'দিন পরে বিপরীত পক্ষ নম্বর ২ আবেদনকারীদের হয়রানি করার জন্য কেবল এই মামলায় জড়িত করেছে।

৯. এফ.আই.আর.-এ আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে এমন কোনও সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নেই যা প্রকাশ করতে পারে যে অভিযোগকারীকে আবেদনকারীরা তার বৈবাহিক বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন অথবা বিপরীত পক্ষ নং ২-এর মেয়ের বিয়ের পর আবেদনকারীদের নির্দেশে তার উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের কোনও অভিযোগ খুব কমই আছে, বরং অভিযোগগুলি সর্বজনীন প্রকৃতির।

১০. আবেদনকারীরা যুক্তি দেন যে, তাৎক্ষণিক মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তা ইচ্ছাকৃতভাবে এই মামলার দুই গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সিদ্ধান্ত নেননি, এবং চার্জশিটে তাদের সাক্ষী হিসেবেও দেখানো হয়নি। তারা হলেন প্রায় পাঁচ বছর বয়সী ভুক্তভোগীর ছেলে এবং ডঃ সত্য সাধন দাস, যিনি ভুক্তভোগীর চিকিৎসা করেছিলেন, অন্যথায় সত্য প্রকাশ পেত। তাছাড়া চার্জশিটে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে যে, তাৎক্ষণিক মামলায় ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬১ ধারার অধীনে জিজ্ঞাসাবাদ করা বেশিরভাগ সাক্ষীই বিপরীত পক্ষ নং ২-এর আত্মীয় এবং তারা ভিন্ন একটি স্থানের বাসিন্দা, যেখানে বিপরীত পক্ষ নং ২-এর মেয়ে কখনও তার স্বামীর সাথে থাকেননি এবং তাই এটা স্পষ্ট যে তদন্তকারী সংস্থা অত্যন্ত যান্ত্রিকভাবে, বিশেষ করে বিপরীত পক্ষ নং ২-এর সাথে যোগসাজশে আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করেছে যা আইনের দৃষ্টিতে সমর্থন যোগ্য নয়।

১১. আবেদনকারীরা বলেন যে তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে ময়নাতদন্তটি নরহত্যার প্রকৃতির নয়। এটি স্পষ্টভাবে বলে যে মৃত্যু প্রাক-ময়নাতদন্তের আঘাতের ফলে হয় অর্থাৎ ক্ষত দ্বারা প্লীহা ফেটে যাওয়া যা সাধারণত পেটের আঘাতের কারণে হয় যা দুর্ঘটনা এবং খেলাধুলায় দুর্ঘটনার কারণে ঘটে।

১২. আবেদনকারীদের আইনজীবী শ্রী সৌমিক গাঙ্গুলি বলেছেন যে তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংগৃহীত উপকরণ থেকে এটি একটি স্বীকৃত অবস্থান যে আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি সর্বজনীন প্রকৃতির এবং আবেদনকারীদের দ্বারা বিপরীত পক্ষের ২ নম্বর মেয়ের উপর কথিত শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের বিষয়ে আবেদনকারীদের দ্বারা কোনও নির্দিষ্ট ভূমিকা দায়ী করা হয়নি। তবে তা সত্ত্বেও পুলিশ কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র জমা দিয়েছে যাতে তাদের হয়রানির জন্য বিরোধী পক্ষ ২ নম্বরের সাথে মিলে আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয় এবং তাই আবেদনকারীদের তাত্ক্ষণিক মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া উচিত।

১৩. আরও বলা হয়েছে যে, বিতর্কিত কার্যক্রম আদালতের প্রক্রিয়ার একটি চরম অপব্যবহার যা যদি এটি ইতিমধ্যেই পৌঁছে যাওয়া পর্যায়ের চেয়ে আরও একদিনও চলতে দেওয়া হয়, তাহলে এটি হয়রানি ও নিপীড়নের অস্ত্রে পরিণত হবে এবং তাই আবেদনকারীদের ক্ষেত্রেও এটি বাতিল হওয়ার যোগ্য।

১৪. বিশিষ্ট পাবলিক প্রসিকিউটর শ্রী শাশ্বত গোপাল মুখার্জি প্রমাণের একটি মেমো সহ কেস ডায়েরি রেখেছেন।

১৫. কেস ডায়েরি সহ রেকর্ড করা উপকরণগুলি থেকে দেখা যায় যেঃ

i) বিবাহের সাত বছরের মধ্যে ভুক্তভোগী একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুতে মারা গিয়েছিলেন।

ii) মৃত ব্যক্তির বিয়ে হয়েছিল ০৭.০৩.২০১৩, এবং একটি পুত্রের জন্ম হয়েছিল ১৬.১১.২০১৩। তিনি ২১.০৪.২০১৮-এ মারা গিয়েছিলেন।

iii) ময়নাতদন্তের রিপোর্টে মৃত্যুর কারণ উল্লেখ করা হয়েছে কারণ মৃত্যু প্রাক-ময়নাতদন্তের আঘাতের প্রভাবের কারণে হয়েছিল।

iv) ময়নাতদন্তের সময় পাওয়া আঘাতগুলি হলঃ-

ক. আঘাত- ল্যাকেরেশিয়ান ১ সেমি x ১ সেমি x পেশী ডান মার্টয়েড প্রক্রিয়ার উপরে ৬ "এর উপরে, ডান হাতের উপরের ডরসাম থেকে ৩"।

খ. প্লীহা- বর্ধিত, ৭"'x৪", ডাব্লুটি-১৭০ গ্রাম, পূর্ববর্তী পৃষ্ঠের উপর ল্যাকেরেটিয়ান ৩ "x২" x প্যারেনকাইমা দ্বারা ফেটে গেছে।

গ. স্কাল্পে-স্কাল্পে হেমাটোমা-১ "x১"-গাঢ় লাল আধা জমাট বাঁধা, ডান প্যারিটাল এলাকায়।

১৬. এইভাবে মৃত ব্যক্তির উপর অত্যাচারের একটি প্রাথমিক মামলা তৈরি করা হয়েছে।

১৭. প্রাথমিক মামলার সমর্থনে নথিতে বিবৃতি রয়েছে।

১৮. **দাক্ষাবেন বনাম গুজরাট রাজ্য ও অন্যান্যরা** বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট ফৌজদারি আপিল নম্বর ২৯শে জুলাই, ২০২২ তারিখেঃ-

১৪. উপরে উল্লিখিত রায়গুলিতে বর্ণিত এবং/অথবা পুনর্বিবেচিত আইনের প্রস্তাবটি সুপ্রতিষ্ঠিত। অভিযুক্ত কাজগুলি অপরাধ হবে কিনা তা মামলার তথ্য ও পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। প্রতিটি মামলার নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে বিচার করতে হবে।

১৬. আত্মহত্যায় প্ররোচনার অপরাধে কোনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উস্কানির কাজ হয়েছে কি না, এই প্রশ্নের মধ্যে এই আদালতের প্রবেশের প্রয়োজন নেই, যেহেতু হাইকোর্ট সেই প্রশ্নের মধ্যে যায়নি। উল্লেখ করার জন্য এটি যথেষ্ট যে আত্মহত্যায় উস্কানির একটি পরোক্ষ কাজও আইপিসির ৩৭৬ ধারার অধীনে আত্মহত্যায় উস্কানির অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে।

২০. উপরোক্ত রায়ে, হাইকোর্ট ২০১৯ সালের ৬ই ডিসেম্বর এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ দ্বারা ২০১৯ সালের সিআরএল আপিলে (নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসুরেন্স কোং লিমিটেড বনাম কৃষ্ণ কুমার পান্ডে) পাস করা একটি আদেশের কথা উল্লেখ করেছে যেখানে এই আদালত রায় দিয়েছে যে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ফলে উদ্ভূত একটি সংশোধনে, হাইকোর্ট পরিষেবা বিধি অনুসারে অসদাচরণের জন্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নিয়োগকর্তার অধিকারকে সিল করতে পারে না।

২১. কৃষ্ণ কুমার পান্ডে (উপরে উল্লিখিত) মামলায় এই আদালত পঞ্জাব রাজ্য বনাম দেবিন্দর পাল সিং ভুল্লার ও অন্যান্য মামলায় এই আদালতের রায়কে অনুমোদনের সঙ্গে উল্লেখ করেছে। যেখানে এই আদালত বলেছিল যে, হাইকোর্ট এমন কোনও রায় এবং/অথবা আদেশ প্রত্যাহার করার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয়নি যা এখতিয়ারবিহীন ছিল, বা প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন করেছিল, বা আদেশ দ্বারা প্রভাবিত কোনও পক্ষকে শুনানির সুযোগ না দিয়ে পাস করা হয়েছিল বা আদালতের প্রক্রিয়াটির অপব্যবহার করে কোনও আদেশ প্রাপ্ত হয়েছিল যা প্রকৃতপক্ষে এর এখতিয়ারবিহীন হওয়ার সমান হবে। এই আদেশগুলি প্রত্যাহার করার জন্য অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

২৪. যাই হোক না কেন, যেহেতু ২০২০ সালের ২০শে অক্টোবরের প্রাথমিক আদেশটিও এই আপিলগুলিতে চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে, তাই এই আদালতের পক্ষে এই প্রশ্নের আরও গভীর অনুসন্ধান করার প্রয়োজন নেই যে ফৌজদারি আইন-এর ধারা ৪৮২-এর অধীনে একটি চূড়ান্ত আদেশ পাস করা হয়েছে কিনা। কোনও এফআইআর বাতিল করা হলে, এই জাতীয় আদেশ প্রত্যাহার এবং/অথবা পর্যালোচনার জন্য ফৌজদারি আইন -এ কোনও নির্দিষ্ট বিধানের অভাবে হাইকোর্ট দ্বারা প্রত্যাহার করা যেতে পারে। হাইকোর্ট কার্যত এই রায় দিয়েছে

যে ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে, হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, অবিচার রোধ করার জন্য এই ধরনের আদেশ প্রত্যাহার করা যেতে পারে।

২৫. এই আপিলের একমাত্র প্রশ্ন হল ফৌজদারি আইন-এর ধারা ৪৮২-এর অধীনে অভিযুক্তদের দ্বারা দায়ের করা ফৌজদারি বিবিধ আবেদনগুলি অনুমোদিত হতে পারত এবং আত্মহত্যায় প্ররোচনার জন্য আইপিসির ধারা ৩০৬-এর অধীনে একটি এফআইআর, যার জন্য দশ বছরের কারাদন্ড হতে পারে, অভিযোগকারী এবং এফআইআরে উল্লিখিত অভিযুক্তের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে বাতিল করা যেতে পারে। উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরটি নেতিবাচক হতে পারে না।

২৮. মনিকা কুমার (ডঃ) বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য মামলায়, এই আদালত-এর ধারা ৪৮২-এর অধীনে অন্তর্নিহিত এখতিয়ার নির্ধারণ করেছে। ফৌজদারি আইন -কে সংযতভাবে, সাবধানে এবং সতর্কতার সাথে অনুশীলন করতে হবে এবং কেবল তখনই যখন এই ধরনের অনুশীলনটি বিশেষভাবে বিভাগে নির্ধারিত পরীক্ষাগুলির দ্বারা ন্যায়সঙ্গত হয়।

২৯. ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে, আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করতে, হাইকোর্ট ধারা ৪৮২-এর অধীনে তার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করতে পারে। তবে, হস্তক্ষেপ কেবল তখনই ন্যায়সঙ্গত হবে যখন অভিযোগটি কোনও অপরাধ প্রকাশ করে না, বা স্পষ্টতই তুচ্ছ, বিরক্তিকর বা নিপীড়নমূলক ছিল, যেমনটি এই আদালত মিসেস ধনলক্ষ্মী ও. আর. প্রসন্ন কুমারের মামলায় এই আদালত রায় দিয়েছে।

৩০. দিল্লি পৌর কর্পোরেশন বনাম রাম কিষাণ রোহতাগি এবং অন্যান্য মামলায়, এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ রায় দিয়েছেঃ-

৬. এটা লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, বর্তমান আইনের ৪৮২ ধারা পুরোনো আইনের ৫৬১-এ ধারার আক্ষরিক অনুলিপি। এই বিধানটি শুধুমাত্র হাইকোর্টকে একটি পৃথক এবং স্বাধীন ক্ষমতা প্রদান করে যেখানে গুরুতর ও উল্লেখযোগ্য অবিচার করা হয়েছে বা যেখানে আদালতের প্রক্রিয়া গুরুতরভাবে অপব্যবহার করা হয়েছে। এটি কেবল একটি পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা নয় যা অধস্তন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়। এই ধারার অধীনেই পুরানো আইনে, হাইকোর্টগুলি সাক্ষী বা অন্যান্য ব্যক্তি বা অধস্তন আদালতের বিরুদ্ধে কার্যধারা বাতিল করত বা অযাচিত মন্তব্যের জন্য বহিষ্কার করত। সুতরাং, ধারা ৫৬১-ক (যা এখন ধারা ৪৮২)-এর পরিধি, পরিধি এবং পরিসীমা ধারা ৩৯৭-এর বিধানগুলির অধীনে বর্তমান কোড দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতার থেকে বেশ আলাদা। এটি হতে পারে যে কিছু ক্ষেত্রে ওভারল্যাপিং হতে পারে তবে এই জাতীয় ক্ষেত্রে খুব কম এবং এর মধ্যে অনেক বেশি হবে। এটি ভালভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে

যে বর্তমান কোডের ধারা ৪৮২-এর অধীনে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা তখনই প্রয়োগ করা যেতে পারে যখন মামলাকারীর কাছে অন্য কোনও প্রতিকার উপলব্ধ থাকে না এবং যেখানে সংবিধি দ্বারা কোনও নির্দিষ্ট প্রতিকার সরবরাহ করা হয় না। উপরন্তু, ক্ষমতাটি একটি অসাধারণ হওয়ার কারণে, এটি সংযতভাবে প্রয়োগ করতে হবে। যদি এই বিবেচনাগুলি মনে রাখা হয়, বর্তমান কোডের ধারা ৪৮২ এবং ৩৯৭ (২)-এর মধ্যে কোনও অসঙ্গতি থাকবে না।

৭. ধারা ৪৮২-এর অধীনে ক্ষমতার সীমা এই আদালত রাজ কাপুর বনাম রাজ্য/(১৯৮০) ১ এস. সি. সি ৪৩:১৯৮০ এস. সি. সি (সি. আর. আই) ৭২-এ স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে যেখানে বিচারপতি কৃষ্ণ আইয়ার নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেনঃ [এস. সি. সি অনুচ্ছেদ ১০, পৃ. ৪৭: এস. সি. সি (সি. আর. আই) পৃ. ৭৬]

"তা সত্ত্বেও, একটি সাধারণ নীতি আইনের এই শাখায় ছড়িয়ে পড়ে যখন একটি নির্দিষ্ট বিধান করা হয়ঃ বাধ্যতামূলক পরিস্থিতি ব্যতীত সহজাত ক্ষমতার সহজ অবলম্বন সঠিক নয়। এমন নয় যে এখতিয়ারের অনুপস্থিতি রয়েছে তবে সেই সহজাত শক্তি একই কোডের অধীনে নির্দিষ্ট ক্ষমতার জন্য পৃথক করা অঞ্চলগুলিতে আক্রমণ করা উচিত নয়।"

৮.আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা যা মনে রাখতে হবে তা হল ধারা ৪৮২-এর বিধানের অধীনে কাজ করা হাইকোর্টের কখন ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার ক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত। এই বিষয়টি শ্রীমতী নাগওয়া বনাম বীরণ্না শিবলিঙ্গপ্পা কোঞ্জালগি [(১৯৭৬) ৩ এস. সি. সি ৭৩৬:১৯৭৬ এস. সি. সি (সি. আর.) ৫০৭:১৯৭৬ সাপ এস. সি. আর ১২৩:১৯৭৬ সি. আর. এল. জে ১৫৩৩]-তে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছিল যেখানে বর্তমান কোডের ধারা ২০২ এবং ২০৪-এর সুযোগ বিবেচনা করা হয়েছিল এবং যে নির্দেশিকা এবং ভিত্তিগুলির ভিত্তিতে কার্যধারা বাতিল করা যেতে পারে তা নির্ধারণ করার সময় আদালত নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেঃ [এস. সি. সি. অনুচ্ছেদ ৫, পৃ. ৭৪১: এস. সি. সি. (সি. আর.) পৃ ৫১১-৫১২]

"সুতরাং এটি নিরাপদে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রক্রিয়া জারি করার ম্যাজিস্ট্রেটের একটি আদেশ বাতিল বা বাতিল করা যেতে পারেঃ

(১) যেখানে অভিযোগের ভিত্তিতে করা অভিযোগ বা তার সমর্থনে নথিভুক্ত সাক্ষীদের বিবৃতিগুলি তাদের মুখ মূল্যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একেবারেই কোনও মামলা তৈরি করে না বা অভিযোগটি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযুক্ত অপরাধের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি প্রকাশ করে না;

(২) যেখানে অভিযোগে করা অভিযোগগুলি স্পষ্টভাবে অবাস্তব এবং সহজাতভাবে অপ্রমাণযোগ্য যাতে কোনও বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পারে যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে;

(৩) যেখানে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রক্রিয়া জারি করার বিচক্ষণতা কৌতুহলী এবং নির্বিচারে ছিল

হয় কোনও প্রমাণের উপর ভিত্তি করে বা এমন উপকরণের উপর ভিত্তি করে যা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক বা অগ্রহণযোগ্য; এবং

(৪) যেখানে অভিযোগটি মৌলিক বৈধতা ভোগ করে, যেমন, অনুমোদনের অভাব, বা আইনত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা অভিযোগের অনুপস্থিতি ইত্যাদি।

আমাদের দ্বারা উল্লিখিত মামলাগুলি সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টান্তমূলক এবং উচ্চ আদালত কার্যধারা বাতিল করতে পারে এমন আকস্মিকতা নির্দেশ করার জন্য পর্যাপ্ত নির্দেশিকা প্রদান করে।

৯. শারদা প্রসাদ সিনহা বনাম বিহার রাজ্য/[(১৯৭৭) ১ এস. সি. সি. ৫০৫:১৯৭৭ এস. সি. সি. (সি. আর.) ১৩২: (১৯৭৭) ২ এস. সি. আর. ৩৫৭:১৯৭৭ সি. আর. আই. এল. জে. ১১৪৬] মামলায় এই আদালতের পরবর্তী সিদ্ধান্তেও একই দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া হয়েছিল, যেখানে আদালতের পক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিচারপতি ভগবতী নিম্নরূপ মন্তব্য করেছিলেনঃ [এস. সি. সি. অনুচ্ছেদ ২, পৃ. ৫০৬: এস. সি. সি. (সি. আর. আই.) পৃ. ১৩৩]

"এটি এখন নিষ্পত্তি হওয়া আইন যে যেখানে অভিযোগ বা চার্জশিটে বর্ণিত অভিযোগগুলি কোনও অপরাধ গঠন করে না, সেখানে ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে হাইকোর্ট তার অন্তর্নিহিত এখতিয়ার প্রয়োগ করে অপরাধের বিষয়টি বিবেচনা করে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বাতিল করতে সক্ষম।

১০. অতএব, এটা স্পষ্ট যে, প্রাথমিক পর্যায়ে কোনও অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কার্যধারা বাতিল করা যেতে পারে যদি অভিযোগ বা তার সাথে থাকা কাগজপত্রের মুখে কোনও অপরাধ গঠন না করা হয়। অন্য কথায়, পরীক্ষাটি হল যে অভিযোগ এবং অভিযোগগুলি কোনও কিছু যোগ বা বিয়োগ না করে যেমন আছে তেমন গ্রহণ করা, যদি কোনও অপরাধ না করা হয় তবে হাইকোর্ট বর্তমান কোডের ধারা ৪৮২ এর অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে কার্যধারা বাতিল করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত হবে।

৩১. অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য বনাম গৌরীশেট্টি মহেশ মামলায় এই আদালত যেমন রায় দিয়েছে, হাইকোর্ট, ফৌজদারি আইন-এর ৪৮২ ধারার অধীনে এখতিয়ার প্রয়োগ করার সময়, প্রমাণ নির্ভরযোগ্য কিনা বা অভিযোগটি টিকিয়ে রাখার যুক্তিসঙ্গত সম্ভাবনা আছে কিনা তা নিয়ে সাধারণত তদন্ত শুরু করবে না।

৩২. পরমজিৎ বাত্রা বনাম উত্তরাখণ্ড রাজ্য মামলায় এই আদালত রায় দিয়েছেঃ-

১২. অধিনিয়মের ৪৮২ ধারার অধীনে তার এখতিয়ার প্রয়োগ করার সময় হাইকোর্টকে সতর্ক থাকতে হবে। এই ক্ষমতাটি সংযতভাবে এবং শুধুমাত্র কোনও আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করার উদ্দেশ্যে বা ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হবে। কোনও অভিযোগ ফৌজদারি অপরাধ প্রকাশ করে কিনা বা না তা তাতে অভিযুক্ত তথ্যের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। ফৌজদারি অপরাধের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি

অপরাধ উপস্থিত রয়েছে বা উচ্চ আদালত দ্বারা বিচার করতে হবে না। "...

৩৩. মাধবরাও জিওয়াজিরাও সিন্ধিয়া বনাম সম্ভায়জীরাও চন্দ্রোজিরাও আংরে মামলায়, এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ Cr.P.C-এর ধারা ৪৮২-এর অধীনে ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার বিষয়ে আইনের সংক্ষিপ্তসার করেছে। এই আদালত রায় দিয়েছেঃ-

"৭. আইনি অবস্থানটি ভালভাবে স্থির করা হয়েছে যে যখন প্রাথমিক পর্যায়ে কোনও প্রসিকিউশনকে বাতিল করতে বলা হয়, তখন আদালত কর্তৃক প্রয়োগ করা পরীক্ষাটি হ 'ল প্রথম দৃষ্টিতে করা অনিয়ন্ত্রিত অভিযোগগুলি অপরাধকে প্রতিষ্ঠিত করে কিনা। কোনও নির্দিষ্ট মামলায় উপস্থিত যে কোনও বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করাও আদালতের পক্ষে বিবেচনা করা উচিত যে কোনও প্রসিকিউশন চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া সমীচীন এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে। এটি এমন ভিত্তিতে যে আদালতকে কোনও পরোক্ষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না এবং আদালতের মতে চূড়ান্ত দোষী সাব্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ এবং তাই ফৌজদারি মামলা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে কোনও কার্যকর উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা নেই, আদালত কোনও মামলার বিশেষ তথ্য বিবেচনা করে কার্যধারা বাতিল করতে পারে যদিও এটি প্রাথমিক পর্যায়ে হতে পারে।

৩৪. ইন্দর মোহন গোস্বামী বনাম উত্তরাঞ্চল রাজ্য মামলায় এই আদালত মন্তব্য করেছেঃ-

৪৬. আদালতকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে ফৌজদারি মামলা হয়রানির হাতিয়ার হিসাবে বা ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চাওয়ার জন্য বা অভিযুক্তদের চাপ দেওয়ার জন্য কোনও গোপন উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যবহার করা হয় না। পূর্বোক্ত মামলাগুলির বিশ্লেষণে, আমরা মনে করি যে অন্তর্নিহিত এখতিয়ার প্রয়োগ পরিচালনা করবে এমন কোনও নমনীয় নিয়ম স্থাপন করা সম্ভব বা কাম্য নয়। ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত এখতিয়ার যদিও খুব কম, যত্ন সহকারে এবং সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করতে হবে এবং কেবল তখনই যখন এটি সংবিধানে এবং পূর্বোক্ত মামলাগুলিতে নির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত পরীক্ষাগুলির দ্বারা ন্যায়সঙ্গত হয়। নিষ্পত্তি হওয়া আইনি অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে, বিতর্কিত রায় বজায় রাখা যায় না।

৩৫. এটি আইনের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত প্রস্তাব যে ফৌজদারি মামলা, যদি অন্যথায় ন্যায়সঙ্গত হয়, তবে কুসংস্কার বা প্রতিহিংসার কারণে কলুষিত করা হয় না। যেমনটি কৃষ্ণ আইয়ার, জে. পাঞ্জাব রাজ্য বনাম গুরদিয়াল সিং-এ বলেছেন "যদি কোনও বৈধ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ক্ষমতার ব্যবহার বিদ্বেষ দ্বারা সক্রিয়করণ বা অনুঘটক বৈধ নয়।"

৩৬. কপিল আগরওয়াল ও অন্যান্য বনাম সঞ্জয় শর্মা ও অন্যান্য মামলায়, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে ফৌজদারি আইন-এর ৪৮২ ধারাটি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে যে ফৌজদারি কার্যধারাকে হয়রানির অস্ত্র হিসাবে অবনমিত করার অনুমতি দেওয়া হয় না।

৩৭. আইপিসির ৩৭৬ ধারার অধীনে আত্মহত্যায় প্ররোচনার অপরাধ একটি গুরুতর, অ-যৌক্তিক অপরাধ। অবশ্যই, আইডির ৪৮২ ধারার অধীনে হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ব্যাপক এবং এমনকি যৌক্তিক অপরাধ সম্পর্কিত ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করতে, ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য সুরক্ষিত করতে বা আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করতেও ব্যবহার করা যেতে পারে। যেখানে ভুক্তভোগী এবং অপরাধীর মধ্যে দেওয়ানি এবং ব্যক্তিগত প্রকৃতির বিরোধ রয়েছে, সেখানে হাইকোর্ট ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার জন্য সিআরপিসির ৪৮২ ধারার অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে কোনও এফআইআর বা ফৌজদারি অভিযোগ বা আপোষের ভিত্তিতে ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে, তা নির্ভর করবে মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতির উপর।

৩৮. যাইহোক, এফআইআর, ফৌজদারি অভিযোগ এবং/অথবা ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার জন্য ফৌজদারি আইন-এর ধারা ৪৮২-এর অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করার আগে, উচ্চ আদালতকে সতর্ক থাকতে হবে এবং অপরাধের প্রকৃতি ও গুরুত্বের প্রতি যথাযথ সম্মান রাখতে হবে। জঘন্য বা গুরুতর অপরাধ, যা ব্যক্তিগত প্রকৃতির নয় এবং সমাজে গুরুতর প্রভাব ফেলে, অপরাধী এবং অভিযোগকারী এবং/অথবা ভুক্তভোগীর মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে বাতিল করা যায় না। হত্যা, ধর্ষণ, চুরি, ডাকাতি এবং এমনকি আত্মহত্যায় প্ররোচনার মতো অপরাধগুলি ব্যক্তিগত বা স্বৈরাচারী নয়। এই ধরনের অপরাধ সমাজের বিরুদ্ধে। কোনও পরিস্থিতিতে আপোষে মামলা বাতিল করা যায় না, যখন অপরাধটি গুরুতর এবং গুরুতর এবং সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধের আওতায় পড়ে।

৩৯. শুধুমাত্র অভিযোগকারীর সাথে একটি চুক্তির ভিত্তিতে গুরুতর এবং গুরুতর অপরাধ সম্পর্কিত এফআইআর এবং/অথবা অভিযোগগুলি বাতিল করার আদেশ একটি বিপজ্জনক নজির স্থাপন করবে, যেখানে অভিযুক্তদের কাছ থেকে অর্থ উত্তোলনের লক্ষ্যে পরোক্ষ কারণে অভিযোগ দায়ের করা হবে। উপরন্তু, আর্থিকভাবে শক্তিশালী অপরাধীরা তথ্যদাতা/অভিযোগকারীদের কিনে নিয়ে তাদের সাথে নিষ্পত্তি করে হত্যা, ধর্ষণ, কনে পোড়ানো ইত্যাদির মতো গুরুতর এবং গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রেও মুক্তি পাবে। এটি ধারা ৩০৬, এর মতো অযৌক্তিক বিধানগুলি প্রদান করবে।

৪৯৮ক, ৩০৪-খ ইত্যাদি আইপিসিতে একটি প্রতিরোধ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, একটি নির্দিষ্ট সামাজিক উদ্দেশ্যে।

৪০. ফৌজদারি আইনশাস্ত্রে, অভিযোগকারীর অবস্থান তথ্যদাতার মতো। একবার কোনও এফআইআর এবং/অথবা ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করা হলে এবং রাজ্য কর্তৃক ফৌজদারি মামলা শুরু হলে, এটি রাষ্ট্র এবং অভিযুক্তের মধ্যে একটি বিষয় হয়ে ওঠে। সমাজে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। অপরাধীদের বিচার করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। গুরুতর এবং গুরুতর অসংলগ্ন অপরাধের ক্ষেত্রে যা সমাজকে প্রভাবিত করে, তথ্যদাতা এবং/অথবা অভিযোগকারীর কেবল শুনানির অধিকার রয়েছে, যাতে অপরাধীকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং শাস্তি দিয়ে ন্যায়বিচার করা হয়। একজন তথ্যদাতার সমাজে প্রভাব বিস্তারকারী গুরুতর, গুরুতর এবং/অথবা জঘন্য প্রকৃতির অসংলগ্ন অপরাধের অভিযোগ প্রত্যাহার করার কোনও আইনি অধিকার নেই।

৪১. জ্ঞান সিং বনাম পঞ্জাব রাজ্য মামলায়, এই আদালত সেই পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছে যেখানে হাইকোর্ট কোনও আপসযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করে দেয়, যখন পক্ষগুলির মধ্যে একটি নিষ্পত্তি হয় এবং নিম্নলিখিত নীতিগুলি উচ্চারণ করেঃ-

"৫৮. যেখানে হাইকোর্ট অপরাধী এবং ভুক্তভোগীর মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি হয়েছে এই বিষয়টি বিবেচনা করে ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করে দেয়, যদিও অপরাধগুলি যৌক্তিক নয়, এটি তার মতে, ফৌজদারি কার্যধারা অব্যাহত রাখা একটি নিরর্থকতা অনুশীলন হবে এবং মামলায় ন্যায়বিচার দাবি করে যে পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধের অবসান ঘটানো হবে এবং শান্তি পুনরুদ্ধার করা হবে; ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যগুলি নিশ্চিত করা চূড়ান্ত পথনির্দেশক কারণ। সন্দেহ নেই, অপরাধ হল এমন কাজ যা জনসাধারণের উপর ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলে এবং অন্যায়ের মধ্যে থাকে যা সমাজের মঙ্গলকে গুরুতরভাবে বিপন্ন করে এবং হুমকির মুখে ফেলে এবং অপরাধকারীকে ছেড়ে দেওয়া নিরাপদ নয় কারণ সে এবং ভুক্তভোগী সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে বিরোধ নিষ্পত্তি করেছে বা ভুক্তভোগীকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে, তবুও কিছু অপরাধ আদালতের অনুমতি সহ বা ছাড়াই আইনত যৌক্তিক করা হয়েছে। খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি ইত্যাদির মতো গুরুতর অপরাধ বা আইপিসির অধীনে মানসিক কলুষতার অন্যান্য অপরাধ বা বিশেষ আইনের অধীনে নৈতিক অধঃপতনজনিত অপরাধ, যেমন দুর্নীতি দমন আইন বা সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা সেই ক্ষমতায় কাজ করার সময় সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে, অপরাধী এবং ভুক্তভোগীর মধ্যে নিষ্পত্তির কোনও আইনি অনুমোদন থাকতে পারে না। তবে, কিছু অপরাধ যা অপ্রতিরোধ্য এবং প্রধানত বহন করে।

ইচ্ছাকৃত, বাণিজ্যিক, আর্থিক, অংশীদারিত্ব বা এই ধরনের লেনদেন বা বিবাহ থেকে উদ্ভূত অপরাধ, বিশেষত যৌতুক সম্পর্কিত ইত্যাদি থেকে উদ্ভূত হওয়ার স্বাদ অথবা পারিবারিক বিবাদ, যেখানে ভুলটি মূলত ভুক্তভোগী এবং অপরাধীর প্রতি হয় এবং ভুক্তভোগী তাদের মধ্যে সমস্ত বিরোধ সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে নিষ্পত্তি করেছে, এই সত্য নির্বিশেষে যে এই ধরনের

অপরাধগুলি যৌক্তিক করা হয়নি, হাইকোর্ট তার অন্তর্নিহিত ক্ষমতার কাঠামোর মধ্যে ফৌজদারি কার্যধারা বা ফৌজদারি অভিযোগ বা এফআইআর বাতিল করতে পারে যদি এটি সন্তুষ্ট হয় যে এই ধরনের নিষ্পত্তির মুখে অপরাধীর দোষী সাব্যস্ত হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই এবং ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল না করে ন্যায়বিচার হতাহত হবে এবং ন্যায়বিচারের শেষ হবে। উপরের তালিকাটি সম্পূর্ণ নয়। প্রতিটি মামলা তার নিজস্ব তথ্যের উপর নির্ভর করবে এবং কোনও কঠোর ও দ্রুত বিভাগ নির্ধারণ করা যাবে না।

৪২. **নরিন্দর সিং বনাম পঞ্জাব রাজ্য** মামলায় এই আদালত রায় দিয়েছে যে, জঘন্য ও গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে, যা সাধারণত সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হয়, অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া রাষ্ট্রের কর্তব্য। অতএব, যখন কোনও নিষ্পত্তি হয়, তখনও অপরাধী এবং ভুক্তভোগীর দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য পাবে না কারণ সমাজের স্বার্থে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া উচিত যাতে অন্যকে একই ধরনের অপরাধ করা থেকে বিরত করা যায়।

৪৩. **মহারাষ্ট্র রাজ্য বনাম বিক্রম অনন্তরাই** দোষী মামলায় এই আদালত রায় দিয়েছেঃ-

"২৬... তদন্তকারী সংস্থার অভিযোগ অনুযায়ী, কোনও জাতীয়করণকৃত ব্যাঙ্ক থেকে যেভাবে অর্থ নেওয়া হয়েছে, তা স্পষ্টভাবে আর্থিক অশুচিতা এবং একরকম আর্থিক জালিয়াতিকে প্রকাশ করে। চার্জশিটে বর্ণিত কার্যপদ্ধতিকে কোনও ব্যক্তি বা ব্যক্তিগত ভুলের অংশে রাখা যায় না। এটি একটি সামাজিক ভুল এবং এর অপরিসীম সামাজিক প্রভাব রয়েছে। অর্থ পরিচালনার ক্ষেত্রে এটি একটি স্বীকৃত নীতি যে, যখনই এই ধরনের সুবিধা গ্রহণের জন্য কারসাজি এবং চতুরতার সাথে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র করা হয়, তখন এটিকে অপ্রতিরোধ্য এবং প্রধানত নাগরিক চরিত্রের মামলা হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। চূড়ান্ত শিকারটি সমষ্টিগতভাবে হয়। এটি সমাজের আর্থিক স্বার্থে একটি বিপদ তৈরি করে অপরাধের গুরুত্ব জাতির অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডে ফাটল সৃষ্টি করে। "...

৪৪, সিবিআই বনাম মনিন্দর সিং মামলায় এই আদালত রায় দিয়েছেঃ-

"১৭... অর্থনৈতিক অপরাধের ক্ষেত্রে আদালতকে কেবল এই বিষয়টিই মাথায় রাখতে হবে না যে, যে ব্যাঙ্ক প্রতারিত হয়েছে, সেই ব্যাঙ্ককে অর্থ প্রদান করা হয়েছে, বরং বৃহত্তর সমাজকেও দেওয়া হয়েছে। এটি সাধারণ হামলা বা সামান্য পরিমাণের চুরির ঘটনা নয়; কিন্তু

যে অপরাধ নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন, তা সুচিন্তিতভাবে পরিকল্পিত ছিল এবং সমাজের যে পরিণতিই হোক না কেন, ব্যক্তিগত লাভের দিকে নজর রেখে ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়েছিল। কেবল এই ভিত্তিতে কার্যধারা বাতিল করা যে অভিযুক্ত ব্যাঙ্কে অর্থ নিষ্পত্তি করেছে তা একটি ভুল সহানুভূতি হবে। যদি অর্থনৈতিক অপরাধীদের বিরুদ্ধে মামলা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি না দেওয়া হয়, তবে সমগ্র সম্প্রদায় ক্ষুব্ধ হবে।

৪৫. **তামিলনাড়ু রাজ্য বনাম আর বসন্তী স্ট্যানলি** মামলায়, এই আদালত রায় দিয়েছেঃ-

“১৪... সচেতনতা, জ্ঞান বা অভিপ্রায়ের অভাব অর্থনৈতিক অপরাধের ক্ষেত্রে বিবেচনা বা গ্রহণযোগ্য নয়। লিঙ্গ নিয়ে অধ্যবসায়ের সঙ্গে উপস্থাপিত বশ্যতা আমাদের মুগ্ধ করে না। ফৌজদারি আইনের অধীনে অপরাধ একটি অপরাধ এবং এটি অভিযুক্তের লিঙ্গের উপর নির্ভর করে না। এটি সত্য, সিআরপিসিতে ধারা 437 ইত্যাদির অধীনে এখতিয়ার প্রয়োগ সম্পর্কিত কিছু বিধান রয়েছে। এর মধ্যে কিন্তু এটি সম্পূর্ণরূপে একটি ভিন্ন ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কিত। কোনও ব্যক্তি হত্যা বা আর্থিক কেলেঙ্কারি বা নথির জালিয়াতিতে জড়িত হলে, তার লিঙ্গের ভিত্তিতে অব্যাহতি বা খালাস দাবি করতে পারে না কারণ এটি সাংবিধানিক বা সংবিধিবদ্ধভাবে বৈধ যুক্তি নয়। এই ক্ষেত্রে অপরাধটি লিঙ্গ নিরপেক্ষ। আমরা এই স্কোর সম্পর্কে আর কিছু বলি না।

১৫... একটি গুরুতর ফৌজদারি অপরাধ বা গুরুতর অর্থনৈতিক অপরাধ বা সেই ক্ষেত্রে যে অপরাধটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করার সম্ভাবনা রয়েছে, তা এই ভিত্তিতে বাতিল করা যাবে না যে বিচারে বিলম্ব হচ্ছে বা এই নীতি যে বিষয়টি নিষ্পত্তি হয়ে গেলে ব্যবস্থার বোঝা এড়াতে এটি বাতিল করা উচিত।...”

৪৬. পর্বতভাট আহির আলিয়াস পর্বতভাটি ভীমসিংহভাট কর্মুর এবং অন্যান্য বনাম গুজরাট রাজ্য এবং আরেকজন মামলায়, এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ নরিন্দর সিং (উপরে), বিক্রম অনন্তরাই দোশি (উপরে), সিবিআই বনাম মনিন্দর সিং (উপরে), আর বসন্ত স্ট্যানলি (উপরে)-কে উদ্ধৃত করে রায় দিয়েছেঃ

"১৬. বিষয়টির পূর্বসূরীদের থেকে উদ্ভূত বিস্তৃত নীতিগুলি নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলিতে সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারেঃ

১৬.১ ধারা ৪৮২ কোনও আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করতে বা ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য সুরক্ষিত করতে হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। এই বিধানটি নতুন ক্ষমতা প্রদান করে না। এটি কেবল উচ্চ আদালতে থাকা ক্ষমতাগুলিকে স্বীকৃতি দেয় এবং সংরক্ষণ করে।

১৬.২. অপরাধী এবং ভুক্তভোগীর মধ্যে মীমাংসা হয়ে গেছে এই ভিত্তিতে প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদন বা ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার জন্য হাইকোর্টের এখতিয়ারের আবেদন এবং অপরাধ সংযোজনের উদ্দেশ্যে এখতিয়ারের আবেদন এক নয়। একটি অপরাধ সংযোজনের সময়, আদালতের ক্ষমতা ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ৩২০ ধারার বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ধারা ৪৮২ এর অধীনে বাতিল করার ক্ষমতা প্রযোজ্য, এমনকি যদি অপরাধটি আপোষযোগ্য না হয়।

১৬.৩ ধারা ৪৮২-এর অধীনে তার এখতিয়ার প্রয়োগ করে কোনও ফৌজদারি কার্যধারা বা অভিযোগ বাতিল করা উচিত কিনা সে বিষয়ে মতামত গঠনের ক্ষেত্রে, হাইকোর্টকে অবশ্যই মূল্যায়ন করতে হবে যে ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যগুলি অন্তর্নিহিত ক্ষমতার প্রয়োগকে ন্যায়সঙ্গত করবে কিনা।

১৬.৪ যদিও হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত ক্ষমতার একটি বিস্তৃত পরিধি এবং প্রাচুর্য রয়েছে, তবে এটি প্রয়োগ করতে হবে (i) ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যগুলি সুরক্ষিত করার জন্য, বা (২) কোনও আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করার জন্য।

১৬.৫ কোনও অভিযোগ বা প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদন বাতিল করা উচিত কিনা এই ভিত্তিতে যে অপরাধী ও ভুক্তভোগী বিরোধ নিষ্পত্তি করেছেন, শেষ পর্যন্ত প্রতিটি মামলার তথ্য ও পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং নীতিগুলির কোনও সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণ তৈরি করা যায় না।

১৬.৬ ধারা ৪৮২-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে এবং বিরোধ নিষ্পত্তি হয়েছে বলে আবেদন করার সময়, হাইকোর্টকে অবশ্যই অপরাধের প্রকৃতি এবং গুরুত্বের প্রতি যথাযথ সম্মান রাখতে হবে। মানসিক কলুষতা বা হত্যা, ধর্ষণ এবং ডাকাতির মতো অপরাধের সাথে জড়িত জঘন্য এবং গুরুতর অপরাধগুলি যথাযথভাবে বাতিল করা যাবে না যদিও ভুক্তভোগী বা ভুক্তভোগীর পরিবার বিরোধ নিষ্পত্তি করেছে। এই ধরনের অপরাধগুলি প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিগত প্রকৃতির নয়, বরং সমাজের উপর গুরুতর প্রভাব ফেলে। এই ধরনের ক্ষেত্রে বিচার চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গুরুতর অপরাধের জন্য ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে জনস্বার্থের প্রধান উপাদানের উপর ভিত্তি করে।

১৬. ৭ গুরুতর অপরাধ থেকে আলাদা করে, এমন ফৌজদারি মামলা থাকতে পারে যার দেওয়ানি বিরোধের একটি অপ্রতিরোধ্য বা প্রধান উপাদান রয়েছে। এগুলি বাতিল করার অন্তর্নিহিত ক্ষমতার প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে থাকে।

১৬. ৮. বাণিজ্যিক, আর্থিক, বাণিজ্যিক, অংশীদারিত্ব বা অনুরূপ লেনদেন থেকে উদ্ভূত অপরাধের সাথে জড়িত ফৌজদারি মামলাগুলি

উপযুক্ত পরিস্থিতি বাতিল করার জন্য পড়ে যেখানে পক্ষগুলি বিরোধ নিষ্পত্তি করেছে।

১৬.৯ এই ধরনের ক্ষেত্রে, হাইকোর্ট ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করতে পারে যদি বিবাদকারীদের মধ্যে সমঝোতার পরিপ্রেক্ষিতে, দোষী সাব্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা সুদূরপ্রসারী হয় এবং ফৌজদারি কার্যধারা অব্যাহত থাকলে নিপীড়ন ও কুসংস্কার সৃষ্টি হয়; এবং

১৬.১০. উপরের প্রস্তাব ১৬.৮ এবং ১৬.৯-এ বর্ণিত নীতির এখনও ব্যতিক্রম রয়েছে। রাজ্যের আর্থিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণের সাথে জড়িত অর্থনৈতিক অপরাধগুলির প্রভাব রয়েছে যা নিছক ব্যক্তিগত বিবাদকারীদের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রের বাইরে। উচ্চ আদালত

বাতিল করতে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত হবে যেখানে অপরাধী আর্থিক বা অর্থনৈতিক জালিয়াতি বা অপকর্মের মতো কোনও ক্রিয়াকলাপে জড়িত। আর্থিক বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর অভিযোগ করা আইনের পরিণতি ভারসাম্য বজায় রাখবে।

৪৭. মধ্যপ্রদেশ রাজ্য বনাম লক্ষ্মী নারায়ণ ও অন্যান্য মামলায়, একটি তিন বিচারপতির বেঞ্চ এই আদালতের পূর্ববর্তী রায়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছে এবং নিম্নলিখিত নীতিগুলি নির্ধারণ করেছেঃ-

"১৫. এই বিষয়ে আইন এবং এই বিষয়ে এই আদালতের অন্যান্য সিদ্ধান্ত বিবেচনা করে, যা এখানে উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, তা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং নিম্নরূপ ধার্য করা হয়েছেঃ

১৫.১. আইনের ৩২০ ধারার অধীনে অসঙ্গত অপরাধের জন্য ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার জন্য কোডের ৪৮২ ধারার অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা অপ্রতিরোধ্য এবং প্রধানত সিওয়িল চরিত্রের সাথে প্রয়োগ করা যেতে পারে, বিশেষত বাণিজ্যিক লেনদেন থেকে উদ্ভূত বা বৈবাহিক সম্পর্ক বা পারিবারিক বিরোধ থেকে উদ্ভূত এবং যখন পক্ষগুলি নিজেদের মধ্যে পুরো বিরোধ নিষ্পত্তি করে;

১৫.২. মানসিক কলুষতার মতো জঘন্য ও গুরুতর অপরাধ অথবা হত্যা, ধর্ষণ, ডাকাতি ইত্যাদির মতো অপরাধের ক্ষেত্রে এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাবে না।

১৫.৩. একইভাবে, দুর্নীতি দমন আইনের মতো বিশেষ আইনের অধীনে অপরাধের জন্য বা সেই পদে কাজ করার সময় সরকারি কর্মচারীদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের জন্য এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ না করা কেবল ভুক্তভোগী এবং অপরাধীর মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে বাতিল করা যাবে না।

১৫.৪. ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৭ ধারা এবং অস্ত্র আইন ইত্যাদির অধীনে অপরাধগুলি জঘন্য এবং গুরুতর বিভাগে পড়বে

অপরাধগুলি এবং তাই কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়, সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হতে হবে এবং তাই, আইপিসি ৩০৭ ধারা এবং/অথবা অস্ত্র আইন ইত্যাদির অধীনে অপরাধের জন্য ফৌজদারি কার্যধারা যা সমাজে গুরুতর প্রভাব ফেলে তা কোডের ৪৮২ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে বাতিল করা যাবে না, এই ভিত্তিতে যে পক্ষগুলি নিজেদের মধ্যে তাদের পুরো বিরোধ নিষ্পত্তি করেছে। তবে, হাইকোর্ট তার সিদ্ধান্তটি কেবলমাত্র এফআইআর-এ আইপিসি ৩০৭ ধারার উল্লেখ রয়েছে বা এই বিধানের অধীনে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে বলে স্থগিত করবে না। আই. পি. সি-র ৩০৭ ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখার জন্য হাইকোর্ট উন্মুক্ত থাকবে, অথবা প্রসিকিউশন

পর্যাপ্ত প্রমাণ সংগ্রহ করেছে, যা প্রমাণিত হলে আই. পি. সি-র ৩০৭ ধারার অধীনে অভিযোগ গঠনের দিকে পরিচালিত করবে। এই উদ্দেশ্যে, হাইকোর্টের পক্ষে আঘাতের প্রকৃতি, শরীরের গুরুত্বপূর্ণ/সূক্ষ্ম অংশে, ব্যবহৃত অস্ত্রের প্রকৃতি ইত্যাদিতে এই ধরনের আঘাত করা হয়েছে কিনা তা দেখার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। তবে, তদন্তের পরে প্রমাণ সংগ্রহ করা এবং চার্জশিট দাখিল/চার্জশিট তৈরি করা এবং/অথবা বিচারের সময় হাইকোর্টের দ্বারা এই ধরনের অনুশীলন অনুমোদিত হবে। বিষয়টি তদন্তাধীন থাকাকালীন এই ধরনের অনুশীলন অনুমোদিত নয়। অতএব, নরিন্দর সিং [(২০১৪) ৬ এস. সি. সি. ৪৬৬: (২০১৪) ৩ এস. সি. সি. (সি. আর. আই.) ৫৪]-এর ক্ষেত্রে এই আদালতের সিদ্ধান্তের ২৯.৬ এবং ২৯.৭ অনুচ্ছেদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পড়া উচিত এবং সামগ্রিকভাবে এবং উপরে বর্ণিত পরিস্থিতিতে পড়া উচিত।

১৫. ৫ দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে ব্যক্তিগত প্রকৃতির এবং সমাজের উপর গুরুতর প্রভাব না ফেলে এমন অসংলগ্ন অপরাধের ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময়, ভুক্তভোগী ও অপরাধীর মধ্যে সমঝোতা/সমঝোতা হওয়ার ভিত্তিতে, হাইকোর্টকে অভিযুক্তের পূর্বসূরী বিবেচনা করতে হবে; অভিযুক্তের আচরণ, অর্থাৎ, অভিযুক্ত পলাতক ছিল কিনা এবং কেন সে পলাতক ছিল, কীভাবে সে অভিযোগকারীর সাথে সমঝোতায় প্রবেশ করতে পেরেছিল ইত্যাদি।

৪৮. অরুণ সিং এবং অন্যান্য বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য সচিবের মাধ্যমে এবং আরেকজন এই আদালত রায় দিয়েছেঃ-

"১৪. নরিন্দর সিং বনাম পঞ্জাব রাজ্য (২০১৪) ৬ এস. সি. সি. ৪৬৬: (২০১৪) ৩ এস. সি. সি. (সি. আর. আই) ৫৪]-এর আরেকটি সিদ্ধান্তে দেখা গেছে যে সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া কর্তব্য। অতএব, এমনকি

যেখানে অপরাধী এবং ভুক্তভোগীর মধ্যে কোনও সমঝোতা হয় সেখানে একই বিষয় প্রাধান্য পাবে না কারণ সমাজের স্বার্থে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া উচিত যা অন্যদের অনুরূপ অপরাধ করা থেকে বিরত রাখার কাজ করে। অন্যদিকে, এমন অপরাধ থাকতে পারে যা এমন বিভাগে পড়ে যেখানে ফৌজদারি আইনের সংশোধনমূলক উদ্দেশ্যকে প্রতিরোধমূলক শাস্তির তত্ত্বের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। এই ধরনের ক্ষেত্রে, আদালত মতামত দিতে পারে যে পক্ষগুলির মধ্যে একটি নিষ্পত্তি তাদের মধ্যে আরও ভাল সম্পর্কের দিকে পরিচালিত করবে এবং একটি ক্রমবর্ধমান ব্যক্তিগত বিরোধের সমাধান করবে এবং এইভাবে কার্যধারা বা অভিযোগ বা এফআইআর বাতিল করার জন্য ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে।

১৫. উপরের যে নীতিগুলি বাতিল করা হয়েছে, সেগুলি মাথায় রেখে আমরা মনে করি যে, যে অপরাধের জন্য আপিলকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধ এবং ব্যক্তিগত প্রকৃতির নয়। এই ধরনের অপরাধ সমাজের উপর গুরুতর প্রভাব ফেলে এবং এই ধরনের মামলাগুলির বিচার অব্যাহত রাখা এই ধরনের গুরুতর অপরাধের জন্য ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে জনস্বার্থের প্রভাবের উপর ভিত্তি করে। এটি বাণিজ্যিক, আর্থিক, বাণিজ্যিক, অংশীদারিত্ব বা অনুরূপ লেনদেন থেকে উদ্ভূত কোনও অপরাধ নয় বা সিভিল বিরোধের কোনও উপাদান নেই তাই এটি একটি স্বতন্ত্র ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে। এই ধরনের ক্ষেত্রে, অভিযোগকারী এবং অভিযুক্তের মধ্যে মীমাংসা হলেও, এফআইআর বা চার্জশিট বাতিল করার জন্য এটি একটি বৈধ ভিত্তি গঠন করতে পারে না।

১৬. সুতরাং হাইকোর্টকে পক্ষগুলির মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে চার্জশিট বাতিল করতে অস্বীকার করা অযৌক্তিক বলে বলা যায় না।

৪৯. ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে, আদালত অভিযোগের সঠিকতা পরীক্ষা করে না ব্যতিক্রমী বিরল ক্ষেত্রে ব্যতীত যেখানে এটি স্পষ্টভাবে স্পষ্ট যে অভিযোগগুলি তুচ্ছ বা কোনও অপরাধ প্রকাশ করে না।

৫০. আমাদের বিবেচিত মতে, ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে এখতিয়ার প্রয়োগ করে ফৌজদারি কার্যধারাকে প্রাথমিক পর্যায়ে দমন করা যাবে না। শুধুমাত্র এই কারণে যে, অভিযুক্ত এবং অভিযোগকারী এবং মৃত ব্যক্তির অন্যান্য আত্মীয়দের মধ্যে একটি আর্থিক নিষ্পত্তি হয়েছে, যাতে মৃত ব্যক্তির অসহায় বিধবাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্মী নারায়ণ ও অন্যান্য (উপরে উল্লিখিত) মামলায় এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ যেমন রায় দিয়েছে, আইপিসির ৩০৭ ধারাটি জঘন্য ও গুরুতর অপরাধের বিভাগে পড়ে এবং এটিকে সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করা হবে এবং শুধুমাত্র ব্যক্তিগত অপরাধের বিরুদ্ধে নয়। যুক্তির সমতার ভিত্তিতে,

আইপিসির ৩৭৬ ধারার অধীনে অপরাধ একই বিভাগে পড়বে। তথ্যদাতা, জীবিত স্বামী/স্ত্রী, বাবা-মা, সন্তান, অভিভাবক, যত্নশীল বা অন্য কারও সাথে কোনও আর্থিক নিষ্পত্তির ভিত্তিতেও আইপিসির ৩৭৬ ধারার অধীনে একটি এফআইআর বাতিল করা যাবে না। এটি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে এই মামলার এফআইআর আইপিসির ৩০৬ ধারার অধীনে কোনও অপরাধ প্রকাশ করে কিনা এই প্রশ্নটি পরীক্ষা করার প্রয়োজন ছিল না, যেহেতু হাইকোর্ট, ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে, একমাত্র এই ভিত্তিতে কার্যধারা বাতিল করে যে অভিযুক্ত এবং তথ্যদাতার মধ্যে বিরোধের সাথে আপস করা হয়েছিল।

১৯. উক্ত মামলায় (দাক্সাবেন বনাম গুজরাট রাজ্য ও অন্যান্য, (উপরে)) আদালত পক্ষগুলির মধ্যে সমঝোতার পরিপ্রেক্ষিতে আই. পি. সি-র ধারা ৩০৫-এর অধীনে একটি কার্যধারা বাতিল করে হাইকোর্টের আদেশ বাতিল করে দেয়।

২০. ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখে, ২০১০ সালের ৮৯৮৯ নম্বর বিশেষ অনুমতি পিটিশন (সি. আর. আই.)-এ সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয়ঃ-

"৫৭. উপরের আলোচনা থেকে যে অবস্থান উঠে এসেছে তা সংক্ষেপে এভাবে বলা যেতে পারেঃ ফৌজদারি কার্যধারা বা এফআইআর বা অভিযোগ বাতিল করার ক্ষেত্রে হাইকোর্টের ক্ষমতা তার অন্তর্নিহিত এখতিয়ার প্রয়োগের ক্ষেত্রে ফৌজদারি আদালতকে প্রদত্ত ক্ষমতার থেকে স্বতন্ত্র এবং আলাদা। কোনও বিধিবদ্ধ সীমাবদ্ধতা ছাড়াই ব্যাপক প্রশস্ততার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা রয়েছে তবে এটি এমন ক্ষমতার মধ্যে খোদাই করা নির্দেশিকা অনুসারে প্রয়োগ করতে হবে যেমনঃ (i) ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য সুরক্ষিত করতে বা (u) কোনও আদালতের প্রক্রিয়াটির অপব্যবহার রোধ করতে। কোন কোন ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যধারা বা অভিযোগ বা এফ. এল. আর বাতিল করার ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে যেখানে অপরাধী এবং ভুক্তভোগী তাদের বিরোধ নিষ্পত্তি করেছে তা প্রতিটি মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে এবং কোনও বিভাগ নির্ধারণ করা যাবে না। তবে, এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগের আগে, উচ্চ আদালতকে অবশ্যই অপরাধের প্রকৃতি এবং গুরুতরতার প্রতি যথাযথ সম্মান রাখতে হবে। মানসিক কলুষতার জঘন্য এবং গুরুতর অপরাধ বা হত্যা, ধর্ষণ, ডাকাতির মতো অপরাধ

ভুক্তভোগী বা ভুক্তভোগীর পরিবার এবং অপরাধী বিবাদ নিষ্পত্তি করলেও এই ধরনের অপরাধ যথাযথভাবে বাতিল করা যাবে না। এই ধরনের অপরাধ ব্যক্তিগত প্রকৃতির নয় এবং সমাজের উপর গুরুতর প্রভাব ফেলে। একইভাবে, দুর্নীতি দমন আইন বা সরকারি কর্মচারীদের দ্বারা সেই ক্ষমতায় কাজ করার সময় সংঘটিত অপরাধ ইত্যাদির মতো বিশেষ আইনের অধীনে অপরাধের ক্ষেত্রে ভুক্তভোগী এবং অপরাধীর মধ্যে যে কোনও আপস; এই ধরনের অপরাধের সাথে জড়িত ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার কোনও ভিত্তি সরবরাহ করতে পারে না। কিন্তু ফৌজদারি মামলাগুলি, বিশেষত বাণিজ্যিক, আর্থিক, বাণিজ্যিক, দেওয়ানি, অংশীদারিত্ব বা এই জাতীয় লেনদেন বা যৌতুক সম্পর্কিত বিবাহ থেকে উদ্ভূত অপরাধ ইত্যাদি থেকে উদ্ভূত অপরাধ বা পারিবারিক বিরোধ যেখানে ভুলগুলি মূলত ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিগত প্রকৃতির এবং পক্ষগুলি তাদের পুরো বিরোধের সমাধান করেছে, বাতিল করার উদ্দেশ্যে অপ্রতিরোধ্য এবং পূর্ব-প্রভাবশালী নাগরিক স্বাদের বিভিন্ন ভিত্তিতে

দাঁড়িয়ে থাকে। এই শ্রেণীর মামলাগুলিতে, হাইকোর্ট ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করতে পারে যদি তার দৃষ্টিতে, অপরাধী এবং ভুক্তভোগীর মধ্যে সমঝোতার কারণে, দোষী সাব্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা সুদূরপ্রসারী এবং অন্ধকার হয় এবং ফৌজদারি মামলার ধারাবাহিকতা অভিযুক্তকে প্রচণ্ড নিপীড়ন ও কুসংস্কারের দিকে ঠেলে দেয় এবং ভুক্তভোগীর সাথে সম্পূর্ণ এবং সম্পূর্ণ নিষ্পত্তি এবং আপোষ সত্ত্বেও ফৌজদারি মামলা বাতিল না করে তার প্রতি চরম অবিচার করা হবে। অন্য কথায়, হাইকোর্টকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে যে ফৌজদারি কার্যধারা চালিয়ে যাওয়া অন্যায় বা ন্যায়বিচারের স্বার্থের পরিপন্থী হবে কিনা বা ফৌজদারি কার্যধারা অব্যাহত রাখা ভুক্তভোগী এবং অন্যায়কারীর মধ্যে নিষ্পত্তি ও আপস সত্ত্বেও আইন প্রক্রিয়ার অপব্যবহারের সমতুল্য হবে কিনা এবং ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য সুরক্ষিত করার জন্য ফৌজদারি মামলা শেষ করা উপযুক্ত এবং যদি উপরের প্রশ্নগুলির উত্তর ইতিবাচক হয়, তবে হাইকোর্ট ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার জন্য তার এখতিয়ারের মধ্যে থাকবে।"

২১. এই মামলায় আবেদনকারীর বিরুদ্ধে বিচারের জন্য প্রাথমিকভাবে প্রমাণ থাকায় ন্যায়বিচারের লক্ষ্যে মামলাটি বিচারের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

২২. এই ধরণের মামলা বাতিল করলে ন্যায়বিচারের অপচয় হবে (দক্ষবেন বনাম গুজরাট রাজ্য ও অন্যান্য (উপরে)) এবং (গিয়ান সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য ও অন্যান্য (উপরে))।

২৩. সুপ্রিম কোর্ট রামবীর উপাধ্যায় ও অন্য বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য ও আরেকজন ২০২২ লাইভ ল (এসসি) ৩৯৬, ২০২২ সালের ২৯৫৩ নম্বর বিশেষ অনুমতি পিটিশন (সিআরএল), ২০শে এপ্রিল, ২০২২-এ রায় দিয়েছে (অনুচ্ছেদ ২৬-৩৯):-

"ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩; ধারা ৪৮২-Cr.P.C-এর ধারা ৪৮২-এর অধীনে এখতিয়ার প্রয়োগ করা হবে না- ফৌজদারি দণ্ডবিধির ধারা ৪৮২-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে, আদালত কোনও অভিযোগের সঠিকতা পরীক্ষা করে না ব্যতিক্রমী বিরল ক্ষেত্রে ব্যতীত যেখানে এটি স্পষ্টভাবে স্পষ্ট যে অভিযোগগুলি তুচ্ছ বা কোনও অপরাধ প্রকাশ করে না- আদালতের মূল্যবান সময় যদি কোনও অন্তর্বর্তী পর্যায়ে ধারা ৪৮২-এর অধীনে আবেদনগুলি শুনানির জন্য ব্যয় করা হয় যা শেষ পর্যন্ত ন্যায়বিচারের গর্ভপাত হতে পারে। (অনুচ্ছেদ ২৬-৩৯) "

২৪. উক্ত তথ্যগুলি বিবেচনা করে, রেকর্ডের উপকরণগুলি বিচারের মাধ্যমে প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণের বিষয় এবং তাই এই মামলাটিকে বিচারের দিকে এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত।

২৫. সুতরাং, নথির বিষয়বস্তু বিবেচনা করে, ২০১৯ সালের সি. আর. আর ১০৫৩ হিসাবে বর্তমান সংশোধনটি খারিজ করা হয়েছে।

২৬. বিচারিক আদালত মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করবে।

২৭. খরচ সম্পর্কে কোন আদেশ নেই।

২৯. অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, যদি থাকে, বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩০. এই রায়ের অনুলিপি অনুসরণের জন্য বিচার আদালতে প্রেরণ করতে হবে।

৩১. এই রায়ের জরুরি প্রত্যয়িত ওয়েবসাইট কপি, যদি আবেদন করা হয়, তাহলে সমস্ত প্রয়োজনীয় আইনি আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পর দ্রুত সরবরাহ করতে হবে।

(বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল))

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal